বন্যা পরবর্তী পোকা মাকড় ও রোগ বালাই সম্পর্কিত আগাম সতর্কতা

পরিচালক (গবেষণা), ব্রি

চলতি মৌসুমে বাংলাদেশের বেশকিছু এলাকায় কয়েক দফা বন্যায় আমন ধান ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ইতোমধ্যেই অধিকাংশ এলাকার পানি নেমে যাচ্ছে। তবে, অনেক জায়গায় পানি নিষ্কাশন না হওয়ায় আমন ধানে জলাবদ্ধতা দেখা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় চলতি আমন ধানে বাদামী গাছ ফড়িং, পাতামোড়ানো পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। এছাড়াও সুগন্ধি ধানে ব্লাস্ট রোগের আক্রমন ও দেখা দিতে পারে। এ সকল পোকা মাকড় ও রোগ-বালাই এর দমনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যাবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে-

(ক) বাদামি গাছফড়িং দমনে আশু করণীয়

বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক বাদামি গাছফড়িং (চিত্র ১) উভয়ই ধান গাছের গোড়ায় বসে রস শুষে খায়। কৃষক এই পোকার আক্রমন সনাক্ত করার আগেই অতিদ্রুত মাঠের সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট করে ফেলে। তা ছাড়া জলাবদ্ধতা এলাকায় অনুকুল পরিবেশ থাকায় আমন ধানে বাদামি গাছফড়িং এর প্রাথমিক বংশবিস্তার হয় যা পরবর্তীতে আশে পাশের ধানক্ষেতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এ জন্য প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা নেওয়া জরুরী।

- দাঁড়ানো পানি থাকা অবস্থায় বাদামি গাছ ফড়িং এর বংশবিস্তাররোধে কার্যকর ভাবে পদক্ষেপ নেওয়া গেলে এর ব্যাপক বিস্তার রোধ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কুশি পর্যায় থেকে দানা পুষ্ট পর্যায় পর্যন্ত ধানগাছের গোড়ায় পোকার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ জরুরি। পোকার উপস্থিতি দেখা গেলে কীটনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে দমনের পরামর্শ দেওয়া হলো।

- আলোক ফাঁদের সাহায্যে বাদামি গাছফড়িং দমন করা যেতে পারে।

(চিত্র-১): ধানে বাদামি গাছ ফড়িং।

- অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন এবং আক্রমণপ্রবণ এলাকায় বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করুন।

- সম্ভব হলে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- বাদামি গাছফড়িংয়ের আক্রান্ত এলাকায় কীটনাশক যেমন: মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি, প্লিনাম ৫০ ডব্লিউজি, একতারা ২৫ ডব্লিউডি, এডমায়ার ২০ এসএল, সানমেক্টিন ১.৮ ইসি, এসাটাফ ৭৫ এসপি, প্লাটিনাম ২০ এসপি ইত্যাদি কীটনাশকের বোতলে বা প্যাকেটে উল্লেখিত মাত্রায় ও নিয়মে প্রয়োগ করুন।

- কীটনাশক অবশ্যই গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ডাবল নজল বিশিষ্ট স্প্রেয়ার ব্যবহার করা যেতে পারে।

- বাদামি গাছফড়িংয়ের আক্রমণ শুরু হলে গ্রামের সব লোক মিলে এ পোকা দমনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় এ পোকা বংশ বিস্তার করে ধান ফসলের ক্ষতি করতে পারে।

(খ) পাতা মোড়ানো পোকা দমনে আশু করনীয়

দেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ইতোমধ্যেই ধানে পাতা মোড়ানোর পোকর আক্রমণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ পোকার ক্ষতিগ্রস্থ পাতা প্রথম দিকে সাদা লম্বা খাওয়ার দাগ দেখা যায় (চিত্র-২)। ক্ষতি খুব বেশি হলে পাতাগুলো খড়ের মতো দেখা যায়। এ পোকা দমনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিতে হবেঃ

- ❖ আলোক ফাঁদের সাহায্যে এ পোকার মথ দমন করা যায়।
- ❖ জমিতে খুঁটি বা ডালপালা পুঁতে (পার্চিং) পোকা খেকো পাখি বসার ব্যবস্থা করেও মথ দমন করা যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, খুঁটি বা ডালটি যাতে পাখির ভার বহন করতে পারে, বসার জন্য উপযুক্ত হয় ও পাকা ধান গাছের চেয়ে বেশ লম্বা হয়।
- ❖ আক্রান্ত জমিতে কীটনাশক, সেভিন ৮৫ ডব্লিউপি প্যাকেটে উল্লেখিত মাত্রায় ও নিয়মে প্রয়োগ করতে হবে।

(চিত্র-২): পাতা মোড়ানো পোকার ক্ষতির নমুনা।

নেক ব্লাস্ট রোগ দমনে আগাম সতর্কতা

সাধারণত কৃষক যখন জমিতে নেক ব্লাস্ট বা শিষ ব্লাস্ট রোগের উপস্থিতি সনাক্ত করেন, তখন জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন ইতোমধ্যে হয়ে যায় । নেক ব্লাস্ট আক্রান্ত ধানের শিষের লক্ষণ (চিত্র-৩) এ দেয়া হলো । সেক্ষেত্রে ছত্রাক নাশক প্রয়োগ করেও ফসল রক্ষা করা যায় না । এ জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। সারা বাংলাদেশে যে সমস্ত জমিতে বিশেষ করে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিনবঙ্গে সুগন্ধি ও স্থানীয় মোটা জাতের (জোয়ার-ভাটা অঞ্চল) ধানের আবাদ হয়েছে, সে সমস্ত এলাকায় ধানের ধানে শীষ বের হওয়ার সময় ট্রুপার অথবা নেটিভো মোড়কে নির্দেশিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে। এ রোগের জীবাণু ট্রান্সবাউন্ডারী ও পলিসাইক্লিক হওয়ায় বাতাসের মাধ্যমে ব্যাপক ভাবে অতি অল্প সময়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তাই রোগটি দমনের জন্য কৃষক ভাইদের আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

- ❖ যেসব জমির ধান নেক ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয়নি, অথচ উক্ত এলাকায় ব্লাস্ট রোগের অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করছে অথবা ইতোমধ্যেই কিছু স্পর্শকাতর আগাম জাতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা গেছে, সেখানে ধানের শিষ বের হওয়ার সাথে সাথেই (ফুল আসা পর্যায়ে) শেষ বিকালে ছত্রাকনাশক যেমন- ট্রুপার (৫৪ গ্রাম/বিঘা) অথবা নেটিভো (৩৩ গ্রাম/বিঘা) আগাম স্প্রে করতে হবে।

(চিত্র-৩): নেক ব্লাস্ট আক্রান্ত ধানের শিষ।